ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা। সভাপতিত্ব করেন সদও উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ কামাল আজাদ পান্নু।

মিটিং পরিচালোনা করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন আলম।

আরো উপস্থিত ছিলেন সদর থানা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জর্দার, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল মামুন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক জাহাঙ্গীর হোসেন , প্রচার সম্পাদক এম আক্তার মুকুল, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, সহ-সভাপতি বিল্লাল হোসেন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক প্রভাষক আব্দুল খালেক, উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক তৈফিকুর রহমানসহ ঝিনাইদহ সদর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিনিয়র সহসভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক বৃন্দ।

প্রধান অতিথি প্রতিটি ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

কোটচাঁদপুরে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় দলিল

লেখা বন্ধ

কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রারের মধ্যে দরকষাকষির একপর্যায়ে ক্ষোভে দলিল লেখা বন্ধ করে দেন দলিল লেখকরা। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম বিপাকে পড়েন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হস্তক্ষেপে ছয় ঘণ্টা পর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সপ্তাহে দুই দিন জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। সেখানে দায়িত্বে আছেন সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী। বুধবার সকালে তিনি দলিল লেখকদের অফিসে ডাকেন এবং জমি রেজিস্ট্রির অতিরিক্ত টাকা চাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দলিল লেখকদের ওপর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চাপ প্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

দলিল লেখক সমিতির সভাপতি বদর উদ্দিন জানান, “সকালে সাব-রেজিস্ট্রার আমাদের ডেকে বলেন, ওয়ারিশের জমির দলিলে অতিরিক্ত টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন অজুহাতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নিতে বলেন। আগে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি ৫ হাজার টাকা নেওয়া হতো, কিন্তু এখন আরও বেশি নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দলিল লেখকরা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

হরিণদিয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম ও রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের আবুল কালাম আজাদ বলেন, “আমরা জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অফিস থেকে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি বাবদ ১০ হাজার এবং প্রত্যয়ন ফি বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। তবে সাব-রেজিস্ট্রার সরাসরি টাকা নেন না, অফিসের বড় বাবু আবদুল মালেক ও টোটন নামের এক ব্যক্তি টাকা নেন।”

সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “সকালে দলিল লেখকদের ডেকে জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি একটি বিষয় বলার পর তারা রাজি হননি। পরে আমি তাদের চলে যেতে বললে তারা বাইরে গিয়ে ক্ষোভ

প্রকাশ করেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।”

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অপু কুমার বিশ্বাস জানান, “ওসি স্যার আমাকে জানান, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সমস্যা হচ্ছে। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক পাই। এখনো পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনিসুল ইসলাম বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাব-রেজিস্ট্রার। এ বিষয়ে তার সঙ্গেই কথা বলুন। আমার কোনো মন্তব্য নেই।”

পরবর্তীতে ইউএনওর মধ্যস্থতায় দলিল লেখকরা আবার দলিল লেখা শুরু করেন, ফলে ছয় ঘণ্টা পর জমি রেজিস্ট্রি কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাগরিকরা একই সমস্যা ভোগ করেন-সৈয়দ আহাম্মেদ

পাকিস্তানের হাই কমিশনার সৈয়দ আহাম্মেদ মারুফ বলেছেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আপনাদের মত জনগণ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আপনারাই দেশ দুটির চলিকাশক্তি। সবচেয়ে মজার বিষয় আপনারা যে সমস্যায় ভোগেন ঠিক পাকিস্তানের নাগরিকরাও সেই সমস্যা ভোগ করেন।

তিনি আরো বলেন বাংলাদেশের দরিদ্র খামারিদের জন্য উন্নত জাতের শাহী ওয়াল গাভীর পাশাপাশি ভেড়া ও ছাগল দিতে প্রস্তুত রয়েছে। এতে বাংলাদেশের খামারিদের জীবনমান আরও সমৃদ্ধ হবে।

পাকিস্তানের হাই কমিশনার বুধবার ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হরিহারা প্রাইমারি স্কুল মাঠে প্রান্তিক খামারীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দানকাল এ কথা বলেন। তবে পাকিস্তান মাংস ও দুধ উৎপাদনে বেশ এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের হতদরিদ্র খামারিদের জন্য স্থান উন্নত জাতের গবাদি পশু দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্রুত একটি প্রস্তাবনা তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টার দপ্তর থেকে একটি প্রস্তাবনা ইসলামাবাদে পাঠানো হলে বাংলাদেশী জনগণের জন্য উন্নত জাতের গবাদিপশু দ্রুত পাঠানো সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে সহযোগীতা ও আহতদের পুর্নবাসনের জন্য আলাদা অধিদপ্তর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রনালয়ের অধিনে এ অধিদপ্তরটিতে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের সহযোগীতা করা হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, এলডিডিপির প্রকল্প পরিচালক ড. জসিম উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের সাবেক ডীন ড. আমিনুল হক, জেলা প্রাণিসস্পদ অফিসার ডা: এ,এস,এম আতিকুজ্জামান, তিস্তা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ফরিদুল ইসলাম ও শৈলকূপা সম্মিলিত খামারি পরিষদের মুখপাত্র হুমায়ন কবির বাবর ও শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শৈলকুপা উপজেলার বিশিষ্ট নাগরিক, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ৭২০ জন খামারি উপস্থিত ছিলেন।

মহেশপুর সীমান্তে ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৬০ বোতল অবৈধ ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)।

মঙ্গলবার দুপুরে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র মিডিয়া সেলের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, গত ৩ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক

সাড়ে ৭টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নিমতলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৭৪/২-এস হতে আনুমানিক ২ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের আখ ক্ষেতের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৬০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত মালামালের খবর থানাকে অবহিত করা হয়।

ঝিনাইদহে পরিত্যাক্ত গ্রেনেড উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদরে পরিত্যাক্ত উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডটি ধ্বংস করেছে যৌথবাহিনী। গতকাল সোমবার বিকেলে সদরের কোরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের মেহগনি বাগানের ভিতর থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়।

পরে সন্ধ্যায় যশোর সেনানিবাসের বোম ডিসপোজাল ইউনিট এসে সেটি বিস্ফোরণ ঘটায়।

এর আগে সোমবার ভোর থেকে এলাকাটি কর্ডন করে রাখে যৌথবাহিনীর সদস্যরা। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী মেজর আকিদুর রহমান রুসাদ বলেন, আমরা নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি কোরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের জনৈক বাদশা ও সিরাজুল ইসলামের একটি মেহগনি বাগানের ভিতর বিস্ফোরকদ্রব্য থাকতে পারে।

এর পর থেকে আমরা ওই এলাকাটি ঘিরে রাখি। পরে যশোর সেনানিবাসের বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়। বোম ডিপোজাল ইউনিটের সদস্যরা এসে মেহগনি বাগানের একপাশের একটি স্থান থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় একটি তাজা ‘আর্জেস গ্রেনেড হ্যান্ড ৩৬’ উদ্ধার করে এবং সেটিকে মাঠের মধ্যে নিয়ে শতর্ক অবস্থায় ধ্বংস করে।

তবে কে বা কারা সেখানে গ্রেনেড টি রেখেছে এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার

ঝিনাইদহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে কোটচাঁদপুর সুইপার পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তবে এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিমা রানী ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কোটচাঁদপুর সুইপার পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

অভিযানের সময় অভিযুক্ত প্রতিমা রানী পালিয়ে যান, তবে ঘটনাস্থল থেকে এক মাদক সেবনকারীকে আটক করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত প্রতিমা রানী দাবি করেন, সুইপার পাড়ায় মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসোহারা নেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, “আমি একসময় ব্যবসা করতাম এবং তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল। কিন্তু এখন আর ব্যবসা করি না, তাই তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্যই তারা অভিযানের আগেই সংবাদ পেয়ে যায় এবং আমাকে ফাঁসাতে চায়।”

তিনি আরও বলেন, “কয়েক দিন আগে আমার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না, কিন্তু তারা আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাঁজা দিয়ে চালান দেয়। আজও তারা আমার বাসায় কিছু পায়নি। উদ্ধার হওয়া গাঁজা আমার নয়, বরং সেটা আমার প্রতিবেশী উমার। তারা উমার ঘর থেকে গাঁজা উদ্ধার করেও আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।”

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, “আমরা প্রতিমার ঘর

থেকে গাঁজা উদ্ধার করেছি, কিন্তু তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।”

অন্যের গাঁজা দিয়ে প্রতিমাকে ফাঁসানো হচ্ছে এমন অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, “এটা কখনও হয় নাকি! আমরা প্রতিমার ঘর থেকেই গাঁজা উদ্ধার করেছি। এখন তিনি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন।”

মাদক ব্যবসায় মাসোহারা নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “এ বিষয়ে আমার কোনো তথ্য নেই।”

তিনি আরও জানান, “অভিযানের সময় একজন মাদক সেবনকারীকে আটক করা হয়েছিল। তবে বয়স বেশি হওয়ায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।”

মহেশপুরে পূর্ব শত্রুতার জেরে ড্রাগন বাগানে হামলা

ঝিনাইদহের মহেশপুরে পূর্ব শত্রুতার জেরে ইদ্রিস আলী নামের এক কৃষকের ২০ শতক জমির অন্তত ২ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতের দিকে উপজেলার মালাধরপুর গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, কৃষক ইদ্রিস আলী তিন বছর আগে বেলতলা মাঠে ২০ শতক জমিতে ড্রাগন ফলের আবাদ করেছিলেন। মঙ্গলবার ভোররাতের দিকে তার বাগানের সকল গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

কৃষক ইদ্রিস আলী বলেন, ‘আমাদের জমি নিয়ে পাশ্ববর্তী আজমপুর গ্রামের মজিবর ও তার পরিবারের সঙ্গে বিরোধ ছিল। এর আগেও গত বছরের ১৫ নভেম্বর এক বিঘা জমির ড্রাগন বাগান কেটে ফেলেছিল তারা।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজ উদ্দিন বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। ভুক্তভোগী ওই কৃষক লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বোমা থাকার সন্দেহে ঝিনাইদহে বাড়ি ঘিরল যৌথবাহিনী

ঝিনাইদহে বোমা থাকার সন্দেহে একটি বাড়ি ঘিরে রেখেছে যৌথবাহিনী।

সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টা থেকে সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের কোরাপাড়া গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে এ অভিযান চলমান রয়েছে।

যশোর থেকে বোমা ডিসপজেবল টিম আসার অপেক্ষায় রয়েছে এই বাহিনী। কে বা কারা থুয়েছে সে ব্যাপােও এখনো কিছু জানা যায়নি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, যৌথ বাহিনী আমাদের বিষয়টি জানিয়েছে। পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মশালা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলাতে তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (০২ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ-জামান এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাহার হুসাইন।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মুক্তার হোসেন। এছাড়াও, উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ রাকিব হাসান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারীসহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র ছত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ হবে তারুণ্য নির্ভর বৈষম্যহীন বিজ্ঞান ভিত্তিক এক সমাজ ব্যবস্থা। বক্তারা বলেন এখনকার তরুনরায় বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পৌছে দেবে।

বিয়ের নামে প্রতারণা, সর্বশান্ত মালয়েশিয়া প্রবাসী

প্রতারক বাবা ও মেয়ের প্রতারনায় সর্বশান্ত হয়েছেন ঝিনাইদহের এক প্রবাসী যুবক। প্রতারণা করে প্রবাসীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা।

সর্বশান্ত প্রবাসী যুবক আকরাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেনের ছেলে। বর্তমানে সে মালয়েশিয়া প্রবাসী।

এ ঘটনায় বিচার চেয়ে তার পক্ষ থেকে তার বোন বিথি খাতুন ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ভুক্তভোগী প্রবাসী যুবক আকরাম হোসেন জানান, দেড় বছর আগে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের মেয়ে আমেনা খাতুনের (১৯) সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কিছুদিন মোবাইলে কথা বলার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করবে। স্থানীয় কাজির মাধ্যমে তারা বিয়েও করেন। এরপর সবকিছু ঠিকমতই চলছিলো। বিয়ের কিছুদিন পর আকরাম মালয়েশিয়া চলে যায়। যাওয়ার পর মেয়ের খরচ ও তার পরিবারের জন্য বিভিন্ন সময় টাকা পাঠাতো আকরাম হোসেন। এর মাঝে স্ত্রী আমেনা খাতুনকে সোনার গহনা, স্মার্ট

ফোন, পায়ের নুপুরও পাঠায় প্রবাসী ওই যুবক। এরপর থেকে শুরু হয় আমেনা ও তার পিতা আনারুল ইসলামের প্রতারনা।

ব্যবসায় করার কথা বলে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা নেয় তারা। পরে দফায় দফায় সর্বমোট ৪ লাখ নেয় প্রতারক আনারুল ইসলাম ও তার পরিবার। টাকা নেওয়ার পর থেকে আকরামের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

স্ত্রীকে বাড়িতে আনতে চাইলে তারা তাকে হুমকিও দিচ্ছে। আকরাম অভিযোগ করে বলেন, আমার সাথে বিয়ের পর থেকে প্রতারণা শুরু করেছে আমেনা ও তার পিতা। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি ওরা আমাকে সর্বশান্ত করবে। আমি যা আয় করেছি তাও তাদের দিয়েছি। গ্রামে যা ছিলো তাও দিয়েছি আবার এখান থেকেও ধার করে আমেনা ও তার পিতাকে টাকা দিয়েছি। এখন আমার সাথে কোন যোগাযোগ করছে না। ফোন দিলে গালি-গালাজ করে। আমি আমার টাকা ফেরত চাইলে হুমকী দেয়।

অভিযোগকারী আকরামের বোন বিথী খাতুন বলেন, আমরা ওই এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি আনারুল ইসলাম পেশায় রাজমিস্ত্রী। সে মানুষের সাথে এমন প্রতারণা করে। তার আরও দুটি মেয়ে আছে তারাও এমন ২ জন প্রবাসীকে ঠকিয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আমার ভাইয়ের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা পয়সাসহ অনেক কিছুই ইতিমধ্যে হাতিয়ে নিয়েছে। এমন কি আমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ দিয়েছি। আশা করি এর সুষ্ঠু বিচার আমরা পাবো।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আমেনা খাতুনের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। যার কারণে তার কাছ থেকে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। অভিযুক্ত আমেনা খাতুনের পিতা আনারুল ইসলাম বলেন, আপনি কার কাছ থেকে এসব শুনেছেন। যে বলেছে তার কাছে যান। বিয়ে হয়েছে তার কোন প্রমাণ আছে নাকি? এসব কথা বলে কোন লাভ হবে না বলে ফোন কেটে দেন।